(হে রাসূল!), আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদাকা (যাকাত) গ্রহণ করে তাদেরকে পূত-পবিত্র করুন এবং তাদের জন্যে (তাদের সম্পদে) প্রবৃদ্ধি ঘটান। (সূরা আত তাওবা-৯: ১০৩)

যাকাত ক্যালকুলেশন ফরম

তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত আদায় করো এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' করো। (সূরা আল বাকারা-২: ৪৩)

রাসুল স. বলেছেন, "যারা যাকাত আদায় করে না তারা শেষ বিচারের দিনে দেখতে পাবে যে, তাদের সেই সব ধন-সম্পদ ভয়ঙ্কর সাপ হয়ে তাদের দেহ জড়িয়ে ধরছে। এসব বিষাক্ত সাপ তাদের দেহকে কঠিনভাবে নিষ্পেষিত করবে, ছোবল দেবে এবং বলতে থাকবে- আমরাই তো তোমাদের আহরিত ধন-সম্পদ এবং আমরাই হলাম সেইসব রত্নসম্ভার, যার প্রতি তোমরা এত আসক্ত ছিলে।" (সহীহ আল বুখারী)

center for zakat management

CZM

সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম)

বাড়ি-১৬, সড়ক-২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২

ফোন: +৮৮০ ২ ৯৮৪৮ ২৫৫, ০১৭২৯ ২৯৬ ২৯৬, ইমেইল: info@czm-bd.org

ওয়েবসাইট: www.czm-bd.org, ফেসবুক: www.facebook.com/czm.org

যাকাত সংক্রান্ত মৌলিক তথ্যাবলী

যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

কোনো ব্যক্তির মালিকানায় নিসাব পরিমান সম্পদ এক বছর পূর্ণ করার ফলে তাঁর উপর যাকাত ফরজ হয়। যাকাত প্রযোজ্য হয় এমন সম্পদসমূহ হলোঃ নগদ টাকা, সোনা, রূপা, সব ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, গবাদি পশু ও নির্দিষ্ট কৃষিপণ্য। নিসাব হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা মেটানোর পর এক বছরের জন্য কমপক্ষে ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপা অথবা এর কোনো একটির সমমূল্যের নগদ অর্থ কিংবা অন্যান্য সম্পদ কোনো ব্যক্তির মালিকানায় থাকা। এরূপ নিসাব পরিমান সম্পদ থাকলে কোনো ব্যক্তির প্রতি যাকাত অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট সম্পদ থেকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করা তাঁর উপর ফরজ।

যাকাত বিতরণের খাতসমূহ

যাকাতের অর্থ বা সম্পদ বিতরনের বিষয়ে কুরআন মাজীদে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াত অনুযায়ী যাদের মাঝে যাকাত বিতরণ করা যাবে তারা হলেন:

১. **ফকীর:** এরূপ গরীব মানুষ, যার বেঁচে থাকার মত খুব সামান্য সহায় সম্বল রয়েছে বা আদৌ নেই।

২. **মিসকীন:** এমন অভাবী, যার রোজগার তার নিজের ও নির্ভরশীলদের অপরিহার্য প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

৩. **আমিলীন:** প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণকাজে নিয়োজিত কর্মচারী।

৪. **মুয়াল্লাফাতিল কুলূব:** এমন নও-মুসলিম যার ঈমান এখনও পরিপক্ক হয়নি; অথবা ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন কোনো অমুসলিম, যাদের চিত্ত দ্বীন ইসলামের প্রতি আকর্ষিত ও উৎসাহিত করা আবশ্যক।

৫. **রিকাব:** ক্রীতদাসের দাসত্ব মোচনের জন্য মুক্তিপণ প্রদান।

৬. **গারিমীন:** ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য।

৭. **ফী সাবীলিল্লাহ:** আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ বিশেষত যারা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত; এবং

৮. **ইবনুস-সাবীল:** মুসাফিরের পাথেয়, অর্থাৎ অর্থাভাবে বিদেশ-বিভূঁইয়ে আটকে-থাকা মুসাফির।

যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় না

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক: যে ব্যক্তি অন্যূন ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপার অথবা সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা সমমূল্যের অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী বা বাণিজ্য পণ্যের মালিক, তাকে যাকাত প্রদান করা যায় না। এরূপ ব্যক্তির যাকাত গ্রহণ নিষিদ্ধ এবং তা ব্যবহার করা হারাম। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী কাউকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না, বরং যাকাত আদায়কারীকে পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

নির্দিষ্ট আত্মীয়: ব্যক্তি তার আপন মাতা, পিতা, মাতামহ, মাতামহী, পিতামহ ও পিতামহী এবং তাদের পিতা-মাতাকে যাকাত দিতে পারবে না। তেমনিভাবে নিজের পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণ এবং তাদের সন্তানাদিকেও যাকাত দেওয়া যায় না। আবার স্বামী স্ত্রীকে যাকাত দিতে পারবেন না। উক্তরূপ পরিজনবর্গ ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, যথাঃ ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ফুফা-ফুফু, খালা-খালু, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, চাচাতো-মামাতো-ফুফাতো ভাই-বোন, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রমুখকে যাকাত প্রদান করা যায়। এমনকি স্ত্রী তার স্বামীকেও যাকাত দিতে পারবেন।

সেবার প্রতিদান: কোনো ব্যক্তিকে তার কৃত সেবার জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ যাকাত প্রদান করা যায় না। তেমনিভাবে শিক্ষককে বা সম্পত্তি তত্ত্বাবধানকারীগণকেও যাকাত দেওয়া যায় না।

কর্মচারীকে মজুরি প্রদান: গৃহভৃত্য বা অন্য কোনো কর্মচারীকে মজুরি হিসেবে যাকাত দেওয়া যায় না। অবশ্য মজুরির অতিরিক্ত উপহার হিসেবে এবং কোনো বিনিময় বা কৃতজ্ঞতাবোধের প্রত্যাশা ব্যতিরেকে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যায়।

মসজিদে: কোনো মসজিদের নির্মাণ, মেরামত বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে যাকাত পরিশোধ করা যায় না।

দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহে: কোনো মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যাকাত ব্যবহার করা যায় না। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা গরীব হয়ে থাকলে যাকাত গ্রহণ করতে পারবেন এবং সেই টাকা থেকে তাদের মৃত আত্মীয়ের দাফন-কাফনের জন্য খরচ করতে পারবেন।

বিবিধ বিষয়

১. কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত যাকাত তার অন্তত এক দিনের প্রয়োজন মেটানোর মতো পরিমাণের চেয়ে কম হতে পারবে না। তাছাড়া যাকাত এমনভাবে দেয়া উচিৎ, যাতে যাকাতগ্রহিতা যাকাতের অর্থ দিয়ে স্থায়ীভাবে দারিদ্রমুক্ত জীবনযাপন করতে পারে।

২. যদি কেউ কাউকে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত বিবেচনায় যাকাত দেয়, কিন্তু পরে দেখা গেল, যাকাতগ্রহিতা নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী অথবা যাকাতদাতার সাথে যাকাতগ্রহিতার বিশেষ আত্মীয়তা রয়েছে (যাদের যাকাত দেয়া নিষিদ্ধ), এরূপ ক্ষেত্রে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে, তাঁকে পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে না।

৩. কোনো ব্যক্তি যদি যাকাত গ্রহণের জন্য উপযুক্ত না হন, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন অথবা তৎক্ষণাৎ তা যাকাতদাতার নিকট ফেরত দেবেন। কারণ তার জন্য যাকাতগ্রহণ নিষিদ্ধ।

৪. যাকাত-এর প্রথম হকদার হলেন গরীব আত্মীয়-স্বজন। তারপর অগ্রাধিকার পাবেন যাকাতদাতার প্রতিবেশীগণ; অতপর, তার বসবাসের গ্রাম/শহর/নগর বা দেশের উপর্যুক্ত রূপের অধিবাসীগণ। অন্য এলাকার লোকদের প্রয়োজন অধিকতর তীব্র ও জরুরী হলে তাদের কাছেও যাকাত প্রেরণ করা যায়।

৫. প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যাকাত বিতরণ করা উত্তম।

যাকাত ক্যালকুলেটর (ব্যক্তিগত)

ক. সম্পদ

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত	গ্রাম অনুযায়ী ওজন	প্রতি গ্রামের বিক্রয় মূল্য	মোট বিক্রয় মূল্য
২৪ ক্যারেট স্বর্ণ/জুয়েলারি			
২২ ক্যারেট স্বর্ণ/জুয়েলারি			
১৮ ক্যারেট স্বর্ণ/জুয়েলারি			
অন্যান্য স্বর্ণ বস্তু			
রৌপ্য			

নগদ ও ব্যাংকের টাকার যাকাত	প্রকৃত মূল্য/পরিমাণ
নগদ টাকা	
ব্যাংকে সেভিংস ও কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স	
ফিক্সড ডিপোজিট, ডিপিএস, বিশেষ জমা (যেমন- হজ্জ, বিয়ে ইত্যাদির জন্য)	
বীমা ও বীমা প্রিমিয়ামের বোনাস	
শেয়ার, স্টক, সঞ্চয়পত্র, বন্ড ইত্যাদি (যাকাত প্রদানের দিনের মূল্য)	
ঋণ/পাওনা/ধার/অগ্রিম ইত্যাদির যাকাত	
বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে নিশ্চিত ফেরৎ পাবে এমন ঋণ/পাওনা	
জামানত হিসেবে জমা (যা ফেরত পাওয়া যাবে) এবং অগ্রিম পরিশোধিত	
প্রভিডেন্ট ফান্ড (যদি উত্তোলনযোগ্য হয়)	
জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট যা পরবর্তীতে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের জন্য ক্রয় করা হয়েছে	
অন্যান্য আয়ের উৎস (যেমন- বেতন, সম্মানী, উপহার, পুরস্কার, বাড়ি ভাড়া ইত্যাদি) থেকে ব্যয়-পরবর্তী উদ্বৃত্ত	
মোট সম্পদ	

খ. দায়/দেনা

বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য ব্যক্তি-দেনা	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য ব্যাংক লোন	
অন্যান্য দেনা (যেমন- বাড়ি ভাড়া, ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি)	
মোট দায়/দেনা	

যাকাত ক্যালকুলেশন

মোট সম্পদ – মোট দায়/দেনা (ক – খ) = নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ: নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ২.৫% হারে (খ্রিষ্টীয় বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে ২.৫৮% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে)	

যাকাত ক্যালকুলেটর (একক বা যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায়)

বিবরণ	প্রকৃত মূল্য/পরিমাণ
ক. সম্পদ	
হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ	
সব ধরনের ব্যাংক হিসাবে জমা	
সব ধরনের বিনিয়োগ (স্বর্ণ, শেয়ার, স্টক, বন্ডস, জমি, বাড়ি, বৈদেশিক মুদ্রা ইত্যাদি)'র যাকাত হিসাবকালীন বাজারমূল্য	
বিক্রয়যোগ্য উৎপাদিত মজুদের বাজার মূল্য	
প্রক্রিয়াধীন পণ্য, মজুদ কাঁচামাল ও প্যাকিং সামগ্রীর বাজার মূল্য	
জামানত ও সব ধরনের অগ্রিম প্রদান	
আমদানির ক্ষেত্রে প্রদত্ত ব্যাংক LC Margin	
কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ	
ধ্বংসপ্রাপ্ত (স্ক্র্যাপ)/ অবিক্রেয় সম্পত্তির মূল্য	
বাকিতে/ধারে বিক্রয় থেকে প্রাপ্য পরিমাণ	
অন্যান্য উৎস ও পাওনাদি (প্রদত্ত ঋণ, প্রপার্টি থেকে প্রাপ্ত ভাড়া ইত্যাদি)	
মোট সম্পদ	
খ. দায়/দেনা	
মূল ব্যবসায় বিনিয়োগ আকারে ব্যাংক বা ব্যক্তি থেকে গৃহীত লোন-এর বর্তমান যাকাত অর্থবছরে প্রদত্ত কিস্তি (তবে ব্যবসায়ের ফিক্সড অ্যাসেট বাড়াতে গৃহীত লোন দায় হিসেবে পরিগণিত হবে না)	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য সাপ্লায়ার বা এ জাতীয় অন্যদের দেনা	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে পরিশোধযোগ্য কর্মচারীদের পাওনাদি	
বর্তমান যাকাত অর্থবছরে প্রদত্ত অন্যান্য দেনা (যেমন- ভাড়া, ট্যাক্স, ইউটিলিটি বিল ইত্যাদি)	
খারাপ দেনা	
মোট দায়/ দেনা	
যাকাত ক্যালকুলেশন	
মোট সম্পদ – মোট দায়/দেনা (ক – খ) = নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ	
পরিশোধযোগ্য যাকাতের পরিমাণ: নেট যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে ২.৫% হারে (খ্রিষ্টীয় বর্ষ গণনার ক্ষেত্রে ২.৫৮% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে)	

বি:দ্র: যৌথ মালিকানাধীন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির এজিএম-এর সময় এই রেজুলেশন গ্রহণ করতে হবে যে, এই কোম্পানিতে বিনিয়োগকারী সকলের যাকাত কোম্পানি প্রদান করবে অথবা সকল বিনিয়োগকারী তাদের অংশের যাকাত আলাদাভাবে প্রদান করবেন।